তারিখ ... SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬
দৈনিক ইনকিলাব

জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

ডঃ নিরাফাত আনাম
আইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৯০-এর দশক শেষ হতে চলেছে, একুশ শতক কড়া নাড়ছে দুয়ারে। আমরা এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। সেই অনেক প্রশ্নের একটি প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারায় এবং উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে (আইনগত ও সামাজিকভাবে) তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা যায় কিনা? ৯০-এর দশকে উন্নয়নে যে তত্ত্বটি সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে তাহল মানব উন্নয়ন তত্ত্ব। অমর্ত্য সেন-এর তাত্ত্বিক দিক উপস্থাপন করেছেন। এই তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ব্যক্তি উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নই (খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান ইত্যাদি) প্রকৃত উন্নয়ন। সেক্ষেত্রে দেশের ১০% (WHO-এর মতে) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলে উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থাকবে এবং প্রতিবন্ধীদেরকে মানুষ বা ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে না; তবে কি আমরা একুশ শতকে এই অসম্পূর্ণতা নিয়েই পদার্পণ করবো?

এ সমস্যাগুলো দুরীভূত করতে হলে সর্বাগ্রে যা করা প্রয়োজন তাহলো প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। আর তা সহজে করার একটি উপায় হলো, দেশের সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করা। এক্ষেত্রে উদাহরণ দেয়া যায়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট ১৯৭৬ অনুসারে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পরিবেশ পরিচিতি শিরোনামের পুস্তকে পরিবেশ শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক শিক্ষার ধারণা সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, খাদ্য পরিপুষ্টি কিংবা গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী করে উন্নয়নমূলক শিক্ষার ধারণাগুলো উপস্থাপিত হয়েছে।

একইভাবে আমরা প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন দিকগুলোও শিক্ষার বিষয় অনুসারে ধর্মীয় শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ের শিক্ষাকে উন্নয়নমূলক শিক্ষা বলার কারণ হল— প্রতিবন্ধী জনগণও দেশের মোট মানবসম্পদের একটি অংশ যারা শিক্ষার আলো না পেলেও কর্মক্ষম না হলে দেশ মানব পুঁজি থেকে বঞ্চিত হবে এবং দেশের সম্পদের একটি অংশের অপচয় ঘটবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এইডস-এর মতো একটি স্বাস্থ্য সমস্যাকে এবং মাদকাসক্তির মতো সামাজিক সমস্যাকে মোকাবিলার জন্য সম্প্রতি এ বিষয় দু'টিকেও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—

০ বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি প্রদান।

০ প্রতিবন্ধিতার কারণ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সচেতন করা।

০ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে জানা।

০ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, পুনর্বাসন ব্যবস্থার পরিচিতি দান।

০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও মানসিকভাবে গ্রহণ করার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী।

শিক্ষার এ বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষাতে একীভূত হতে পারে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটানোর এবং নৈতিকতা বোধ জাগানোর জন্য। যেমন বলা যায়, প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে সচেতন করা। যে অধ্যায়গুলোতে স্বাস্থ্য শিক্ষা রয়েছে সেখানে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে প্রতিবন্ধিতার কারণ, প্রকারভেদ ও প্রতিরোধের উপায় হিসাবে। যেমন বলা যায়, কোন রোগ কোন সময়ে মা বা শিশুর হলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে এবং সে রোগ প্রতিরোধের উপায় কি? গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে এটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে গর্ভস্থ শিশুর প্রসবকালীন যত্ন ও জন্মের পর শিশুর সঠিক যত্ন সম্পর্কে মায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিংবা গর্ভবতী বা প্রসূতির এবং শিশুর সুষম খাদ্য আলোচনা করতে গিয়ে। উল্লেখ করা যায়, আয়োডিনের অভাবে প্রতি বছরে আমাদের দেশে বহু শিশু বহুমুখী প্রতিবন্ধিতা (শ্রবণ, মানসিক) অথবা ভিটামিন এ-এর অভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বরণ (প্রায় ৩০,০০০) করছে। জনসংখ্যা শিক্ষাতেও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কম বয়সের এবং পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব বয়সে মা হলে সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এছাড়া ঘন ঘন সন্তান হলেও প্রতিবন্ধী শিশু জন্মাতে পারে। এ তথ্যগুলো প্রচার করলে প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করার পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও রোধ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জীববিজ্ঞান কিংবা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে শিক্ষা আরও ব্যাপকভাবে ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রচলিত শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে যেমন আলাদা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন হচ্ছে না, তেমনি প্রতিবন্ধিতা শিরোনামে আলাদা কোন অধ্যায়ও রচনা করতে হচ্ছে না, প্রয়োজন হচ্ছে না কোন দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণের। এটি বাস্তবায়নে আমাদের সচেতন ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই যথেষ্ট। শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা গেলে ভবিষ্যতে একীভূত শিক্ষা (যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার অধিকার অর্জন করবে) বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

আমি আশা করছি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সচেতন সমাজ বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে আগামী শতাব্দীতে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত এমন একটি সুশীল সমাজ আমরা উপহার দিতে পারি— যে সমাজের মানুষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি করুণার হাত বাড়াবে না, বরং তাদের সাথে নিয়ে নিঃসংকোচে সামনে এগিয়ে যাবে, বাড়াবে সহযোগিতা তথা ভালবাসার নিঃস্বার্থ হাত।